রেল বার্তা

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কসে স্টাফ কাউন্সিলের বৈঠক

স্টাফ রিপোর্টার : চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কসের স্টাফ কাউন্সিলের বৈঠক হয়ে গেল। সিএলডব্লু'র প্রশাসনিক ভবনে বৈঠক কক্ষে স্টাফ কাউন্সিলের সদস্য এবং প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের মধ্যে এই বৈঠকটি হয়। চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কসের জেনারেল ম্যানেজার ভি পি পাঠক বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। এছাড়া বৈঠকে হাজির ছিলেন প্রিন্সিপাল চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এ কে সিংহল। তিনি স্টাফ কাউন্সিলের সভাপতিও। প্রিন্সিপাল চিফ পার্সোনেল অফিসার ও স্টাফ কাউন্সিলের সেক্রেটারি জি শ্রীনিবাস রাও, স্টাফ কাউন্সিলের জয়েন্ট সেক্রেটারি সৌমেন দাস এবং অন্যান্য সদস্যরাও বৈঠকে হাজির ছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন বিভাগের সিনিয়র অফিসাররাও যোগ দেন এই বৈঠকে। জানা গেছে, বৈঠকটি অত্যন্ত সফল হয়। সংস্থার কর্মী এবং প্রশাসনিক কর্তাদের মধ্যে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, যা সংহতি এবং আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে এ ধরনের শিল্প কারখানায় এই আন্তরিক পরিবেশ বিশেষভাবে প্রয়োজন বলে মনে করেন প্রশাসনিক কর্তা ও কর্মীরা। প্রসঙ্গত, সিএলডব্লু প্রশাসন স্টাফ কাউন্সিল সদস্যদের সঙ্গে এই বৈঠক দীর্ঘদিন ধরেই করে আসছেন। সাধারণত এই বৈঠকে সংস্থার কর্মীদের জন্য কল্যাণমূলক কাজ এবং সামগ্রিকভাবে সংস্থার উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা হয়।

হাওড়া স্টেশন ঘুরে দেখলেন রেল বোর্ডের চেয়ারম্যান

স্টাফ রিপোর্টার : রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান অশ্বিনী লোহানি বুধবার গভীর রাতে হাওড়া স্টেশন ঘুরে দেখলেন। তিনি সারপ্রাইজ ভিজিট করেন হাওড়ায়। রাত ১১টা নাগাদ হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে লোহানি চলে যান ফুড প্লাজায়। সেখানে বিভিন্ন ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন তিনি। এছাড়া যাত্রীদের প্রতীক্ষালয়গুলি এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধার দিকগুলিও খতিয়ে দেখেন লোহানি।

রেল বোর্ডের চেয়ারম্যানের এই সারপ্রাইজ ভিজিটে তাঁর সঙ্গে ছিলেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার হরিন্দ্র রাও। জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনাও করেন রেল বোর্ডের চেয়ারম্যান। পূর্ব রেল যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ানো, স্টেশনগুলির সৌন্দর্যায়ন এবং যাত্রীদের নানাবিধ সুযোগসুবিধা দিতে বদ্ধপরিকর।

লোহানি জেনারেল ম্যানেজার এবং পূর্ব রেলের সব অফিসারদের ট্রেন চলাচলে সুরক্ষা এবং যাত্রীদের সন্তোষ বিধানের জন্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কিত ব্যবস্থাগুলির আরও উন্নতির পরামর্শ দেন। তিনি দীর্ঘ সময় কাটান হাওড়া স্টেশনে।

রেলওয়ে অফিসারদের বৈঠকে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজারের ভাষণ

পূর্ব রেলের প্রমোটি অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের এক্সিকিউটিভ কমিটি সদস্যদের সভায় ভাষণ দিচ্ছেন জেনারেল ম্যানেজার হরিন্দ্র রাও।

স্টাফ রিপোর্টার : পূর্ব রেলের প্রমোটি অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্যদের বৈঠক হল পূর্ব রেলের সদর দফতর ফেয়ারলি প্লেসে। সভায় মূল বক্তা ছিলেন জেনারেল ম্যানেজার হরিন্দ্র রাও। অফিসারদের সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে জেনারেল ম্যানেজার সাধারণভাবে ভারতীয়দের ও বিশেষভাবে পূর্ব রেলের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তাদের সামনে বিশদ চিত্র তুলে ধরেন। তিনি অফিসারদের রেলওয়ে বোর্ড চলতি বছরে যে লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে তা সফল করতে টিম স্পিরিট গড়ে তুলে কঠোর পরিশ্রম করার পরামর্শ দেন। রেল ব্যবস্থাকে মসৃণভাবে চালাতে প্রমোটি অফিসাররা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন রাও তারও বিশেষ প্রশংসা করেন। তিনি রেলের উন্নতিতে তাঁদের মূল্যবান অবদানের জন্য প্রমোটি অফিসারদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। রেলকে একটি টিম হিসাবে রেখে রেলের সার্বিক উন্নয়নের জন্য যৌথভাবে কাজ করার জন্য প্রমোটি অফিসারদের পরামর্শ দেন। রেলের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে বিশেষভাবে ঠিক রাখতে ফিল্ড লেভেল স্টাফ এবং সমস্ত সুপারভাইজারদেরও পরামর্শ দেন। রাও তাঁর ভাষণে বলেন, এই মুহূর্তে ভারতীয় রেলের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ সময়ানুবর্তিতা। এই সময়ানুবর্তিতার কারণেই ভারতীয় রেলের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। অবিলম্বে তাকে নিজের জায়গায় ফিরিয়ে আনতে হবে। রাও আরও বলেন, এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সকলকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। এছাড়া রেলের উন্নয়নে কৌশলগত ভূমিকা পালনের জন্য তিনি প্রমোটি অফিসারদের পরামর্শ দেন। পূর্ব রেলের অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার সুধীর আগরওয়াল এই সমাবেশে ভাষণ দেন। এছাড়া প্রমোটি অফিসারদের অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রানা বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ রায় সহ অন্য অফিসাররাও এই বৈঠকে ভাষণ দেন।

টিকিট চেকিং অভিযান

স্টাফ রিপোর্টার : পূর্ব রেল ব্যাপক টিকিট চেকিং অভিযান চালানোয় ৪২,৭৫০ জনকে বিনা টিকিটে ভ্রমণের জন্য ধরা হয়। উপযুক্ত টিকিট না থাকা এবং মালপত্র বুক না করে নিয়ে যাওয়ার জন্য এইসব যাত্রীদের কাছ থেকে ৮৪,০৬,৮৩২ টাকা উদ্ধার করা হয়। বিনা টিকিটের যাত্রীদের এবং বুক না করে যারা মালপত্র নিয়ে যান তাদের বিরুদ্ধে পূর্ব রেলের এই অভিযান বজায় থাকবে বলে জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। যাত্রীদের উপযুক্ত টিকিট সহ রেল ভ্রমণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে রেল কর্তৃপক্ষের তরফে।

৪,৩২৭ যুবকের বিরুদ্ধে পাথর ছোড়ার মামলা প্রত্যাহার মেহবুবা সরকারের

শ্রীনগর, ৩০ নভেম্বর : ৪,৩২৭ কাশ্মীরি যুবকের বিরুদ্ধে পাথর ছোড়ার মামলা প্রত্যাহার করার নির্দেশ দিয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরের মেহবুবা মুফতি সরকার। বুধবার এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল এস পি বেদের নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গড়া হয়েছিল বিষয়টি নিয়ে তদন্তের জন্য। সেই কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পরই পরিস্থিতি বদলাতে থাকে। মেহবুবা সরকার বিপুল সংখ্যক কাশ্মীরি যুবকের বিরুদ্ধে চলা ৭৪৪টি পাথর ছোড়ার মামলা প্রত্যাহারের নির্দেশ দেন। মেহবুবার দাবি, কেন্দ্রীয় সরকার উপত্যকার যুবকদের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে এনে বন্ধ হয়ে যাওয়া আলোচনা ফের শুরু করতে চাইছে। সেই কারণেই প্রত্যাহার করা হচ্ছে মামলাগুলি।

প্রসঙ্গত, বিজেপিও এই সরকারের শরিক। স্বয়ং উপমুখ্যমন্ত্রী রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতা। কিন্তু তাঁকেও এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে শোনা যায়নি। রাজ্য প্রশাসনের এক শীর্ষ আধিকারিকের মতে, ২০০৮ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত যেসব যুবকদের বিরুদ্ধে পাথর ছোড়ার অভিযোগের মামলা দায়ের হয়েছে, তা খতিয়ে দেখার প্রক্রিয়া উদ্যোগ সম্প্রতি শুরু করেন। প্রথম উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ৬৩৪ জন যুবকের বিরুদ্ধে মেহবুবা ক্ষমতায় বসার মাত্র ২ মাসের মধ্যে ১০৪টি মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল। ওই আধিকারিকের আরও দাবি, মেহবুবা সরকারের এই উদ্যোগ বাধাপ্রাপ্ত হয় গত বছর শেষের দিক থেকেই। কারণ সে সময় উপত্যকায় ব্যাপক হিংসা দেখা দেয়। অস্থির হয়ে ওঠে উপত্যকা।

কিন্তু অতি সম্প্রতি রাজ্য পুলিশের ডিজিকে নিয়ে তৈরি এস পি বেদ কমিটি তাঁদের রিপোর্ট জমা দিয়েছে রাজ্য সরকারের কাছে। সেই রিপোর্ট পাওয়ার পরই ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মুফতি। ক্ষমতায় আসার পরই মুফতি ১০৪টি মামলা প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। গত কয়েকদিনে আরও ৭৪৪টি মামলা প্রত্যাহার করা হল। অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মোট ৮৪৮টি মামলা প্রত্যাহার করা হল। এতগুলি মামলা একসঙ্গে প্রত্যাহার করার ফলে কার্যত লাভবান হল ৪,৯৫৭ জন যুবক। এখানেই শেষ নয়, মুখ্যমন্ত্রী ২০১৫ সাল থেকে চলতি বছরের নভেম্বর মাস পর্যন্ত যাবতীয় মামলা খতিয়ে দেখার জন্য একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি তৈরি করেছেন। এই কমিটি অবশ্য এখনও তাদের রিপোর্ট জমা দেয়নি। প্রশাসনের ধারণা, রিপোর্ট পাওয়ার পরই মেহবুবা মামলাগুলি প্রত্যাহারের নির্দেশ দেবেন।

তবে মেহবুবার ঘনিষ্ঠ মহল থেকে দাবি করা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি দীনেশ্বর শর্মার সুপারিশ মেনে মেহবুবা এই সিদ্ধান্ত নেন। মুখ্যমন্ত্রী নিজেও দাবি করেছেন, এই উদ্যোগ উপত্যকার যুবকদের সামনে নতুন করে জীবন গড়ার উদ্যোগ এনে দেবে। প্রসঙ্গত, গত বছর জুলাই থেকে সেনাবাহিনী এবং নিরাপত্তা বাহিনীগুলিকে লক্ষ্য পাথর ছোড়ার অভিযোগে ১১.৫০০টি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গি বুরহান ওয়ানির সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যুর পর থেকে উপত্যকায় ব্যাপক হিংসা দেখা দেয়। গত বছর জুলাই মাস থেকে এই হিংসা শুরু হয়। সেই সময় পাথর ছোড়ার অভিযোগে একাধিক মামলা দায়ের করা হয় কাশ্মীর যুবকদের বিরুদ্ধে।

একের পর এক মামলা দায়ের করায় পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার বন্ধ হয়ে যাওয়া আলোচনা ফের শুরু করতে চাইছে। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, বিজেপির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা মেহবুবা মুফতির একসঙ্গে এতগুলি মামলা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া বড় সহজ হত না যদি না কেন্দ্রের মদত থাকত। রাজ্যে তাঁর জোট শরিক বিজেপিও এ নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও মন্তব্য করেনি। এইসব থেকেই অনুমান করা হচ্ছে, কেন্দ্রই নতুন করে কাশ্মীরি যুবকদের সঙ্গে আলোচনায় বসে তাঁদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে চাইছে। তাই দিল্লির নির্দেশেই প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে পাথর ছোড়ার মামলা।

'পদ্মাবতী'-তে ভারতীয় নারীকে অপমান করা হয়েছে : আরএসএস

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর : ভারতীয় নারীকে এই ছবিতে যেমন অপমান করা হয়েছে, সেরকমই তাদের চরিত্রকে হত্যা করার চেষ্টাও হয়েছে, সঞ্জয় লীলা বনশালীর ছবি পদ্মাবতী সম্পর্কে এভাবে অভিযোগের আঙুল তুলল আরএসএস। অখিল ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনার সাধারণ সম্পাদক বালমুকুন্দ পান্ডে এই দাবি করেছেন। প্রসঙ্গত, এই সংস্থাটিও আরএসএসের অনুমোদিত। পান্ডে দাবি করেছেন, এখন চিত্রপরিচালকরা যে কোনওভাবে ছবি করে টাকা রোজগার করতে চান। এজন্য ইতিহাসকে বিকৃত করতে বা জাতীয় গর্বকে বিসর্জন দিতে তাদের একটুও সংকোচ হয় না।

'রানি পদ্মাবতী' নামকরণ করে একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয় দিল্লিতে। সেখানে ভাষণ দিতে গিয়ে পান্ডে বলেন, ভারতীয় ইতিহাসে রানি পদ্মাবতী অত্যন্ত মর্যাদাব্যঞ্জক এক চরিত্র। কিন্তু সঞ্জয় লীলা বনশালী যেভাবে ছবিটি চিত্রায়িত করেছেন, তাতে শুধু পদ্মাবতীকেই অপমান করা হয়নি, ভারতীয় মহিলাদেরও অমর্যাদা করা হয়েছে। বস্তুত এই ছবিতে পদ্মাবতীর চরিত্রটিকে হত্যা করেছেন বনশালী। পান্ডে আরও দাবি করেছেন, ছবিটি মাত্র কয়েকজনকে দেখালে সমস্যার আদৌ কোনও সমাধান হবে না। কারণ এই ছবির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে জাতীয় গর্ব।বহু রাজপুত গোষ্ঠী ছবিটির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। পান্ডের দাবি, এই ছবিতে ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছে। কারণ ছবিতে দেখানো হয়েছে, রানি পদ্মাবতী ও আলাউদ্দিন খিলজির একটি রোমান্টিক স্বপ্নদৃশ্য যা সম্পূর্ণভাবে পরিচালকের ভাবনা। এর সঙ্গে বাস্তবের কোনও যোগ নেই। যদিও বনশালী বার বার সেকথা অস্বীকার করেছেন। প্রসঙ্গত, ছবিটি ১ ডিসেম্বর মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কর্ণি সেনা সহ একাধিক রাজপুত গোষ্ঠী বিরোধিতা শুরু করায় পিছিয়ে গিয়েছে মুক্তির দিনক্ষণ।

সোচিতে এসসিও সামিটে হাফিজ সইদের বিষয়টি তুলতে পারেন সুষমা

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর : রাশিয়ার সোচিতে সাংঘাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন বা এসসিও'র শীর্ষ সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ। বৃহস্পতিবার শুরু হওয়া এই সম্মেলন চলবে দু'দিন ধরে। বুধবার গভীর রাতে সোচিতে পৌঁছেছেন স্বরাজ। জানা গেছে, শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে বিভিন্ন দেশের নেতাদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন তিনি। এছাড়া একাধিক প্রতিনিধি দলের প্রধানদের সঙ্গেও তাঁর বৈঠকের কথা।

যদিও পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী বা চিনা প্রধানমন্ত্রী লি কেকিয়াং-এর সঙ্গে তাঁর দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হবে কি না, তা নিয়ে আলোকপাত করেননি বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রাভিশ কুমার। সুষমার এই সফরের উপর প্রচুর আলো ফেলা হলেও অন্ধকারেই রাখা হয়েছে পাকিস্তান ও চিনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের বিষয়টি। সোচিতে সুষমাকে অভ্যর্থনা জানান, রুশ প্রধানমন্ত্রী দিমিত্রি মেদবেদভ। তিনিও বুধবার সন্ধেতেই মস্কো থেকে সোচি পৌঁছান। রুশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সুষমার দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের আয়োজন হয়েছে। জানা গেছে, এই বৈঠকে বিশ্বনেতাদের সামনে মুম্বই জঙ্গি হামলার অন্যতম ষড়যন্ত্রী হাফিজ সইদের বিষয়টি তুললেন বিদেশমন্ত্রী। তাঁকে সম্প্রতি পাকিস্তানের একটি আদালত গৃহবন্দি অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়েছে। হাফিজ সইদের মুক্তিকে সব দেশের পক্ষে বিপজ্জনক বলে মনে করা হচ্ছে। এসসিওতে ভারতের সদস্য পদ লাভে পুরোপুরি সাহায্য করে রাশিয়া। অন্যদিকে পাকিস্তানকে সাহায্য করে চিন। আশা করা হচ্ছে এই সম্মেলনে সুষমা হাফিজের প্রসঙ্গটি তুলে ধরবেন। এছাড়া ইউরেশিয় অঞ্চলের নিরাপত্তা ও আর্থিক সহায়তার বিষয়টিও তুলে ধরা হবে। দিল্লির আশা, এই সম্মেলনে রাশিয়া ভারতকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে। জঙ্গিদের মদতদাতা দেশগুলিকে আক্রমণে সাহায্য করবে মস্কো। দিল্লি মস্কোর সাহায্য নিয়েও অনেকটা আশাবাদী। অন্যদিকে চিন পাকিস্তানকে সাহায্য করবে বলে আগেভাগেই দাবি করেছেন ভারতীয় কূটনীতিকরা। সেই প্রস্তুতি নিয়েই তাঁরা গিয়েছেন সোচিতে। তবে হাফিজ সইদের বিষয়টি সেখানে জোরালোভাবে তুলতে চায় ভারত। এছাড়া রাজনৈতিক, আর্থিক এবং মানুষে মানুষে যোগাযোগের জন্য এসসিও যাতে সবরকম সাহায্য করে সেদিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

পাটনায় বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন শুরুর আগে আরজেডি বিধায়কদের বিক্ষোভ।

দিল্লি উন্নয়ন পর্ষদের ৪ কর্মীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর : দিল্লি উন্নয়ন পর্ষদের ৪ কর্মীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনেছেন ওই সংস্থারই এক মহিলা কর্মী। তাঁর দাবি, এক সিনিয়র অফিসার সহ চার কর্মী বিভিন্ন সময়ে তাঁকে যৌন হেনস্থা করেছেন। প্রায় আড়াই বছর ধরে ধর্ষণ করা হয়েছে। মহিলার আরও অভিযোগ, পুরো ঘটনার ভিডিও তুলে রেখেছে তারা। অথচ যাবতীয় ঘটনা ফাঁস করে দেওয়ার কথা বললেই তাঁকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়। এমনকি তাঁর বকেয়া পাওনাগুলিও মেটানো হয়নি।

দিল্লি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (সাউথ) রমিল বানিয়া জানিয়েছেন, তাদের কাছে অভিযোগ জমা পড়েছে। ডিডি-এর ওই চার কর্মীর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই সরকার তদন্তের নির্দেশও দিয়েছে। এদিকে ডিডি-এর এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, সরকারিভাবে ঘটনাটির তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রিপোর্ট হাতে এলেই যাবতীয় দিক খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হবে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের বিরুদ্ধে। ধাপে ধাপে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এই সরকারি কর্মীদের বিরুদ্ধে। এদিকে পুলিশও জানিয়েছে, ডিডি-এর মহিলা কর্মীর অভিযোগক্রমে তারা তদন্ত শুরু করেছে। এমনকি ভিডিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযুক্ত'র কত বকেয়া পাওয়া রয়েছে, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

হাসপাতালে অ্যান্টনি

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর : মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের কারণে দিল্লির রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা এ কে অ্যান্টনিকে। নিউরোসার্জনদের একটি দল বৃহস্পতিবার অ্যান্টনির মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের বিষয়টি নিয়ে আলোচনার পর অপারেশনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।প্রসঙ্গত, ৭৬ বছর বয়স্ক অ্যান্টনি কেরল থেকে কংগ্রেসের সাংসদ ছিলেন। আগে ইউপিএ মন্ত্রিসভাগুলিতে তিনি ছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। দীর্ঘ সাড়ে সাত বছর এই দায়িত্ব সামলান।বস্তুত এত দীর্ঘ দিন কেউই কেন্দ্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্বে থাকেননি।চলতি মাসের গোড়াতেই অ্যান্টনি রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিয়ে কেন্দ্রের মনোভাবের কড়া সমালোচনা করেন। দিল্লিতে কেরলের সাংবাদিকদের সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, কীভাবে ইন্দিরা গান্ধি বাংলাদেশি শরণার্থীদের রক্ষা করেছিলেন।

কৌশল করে রাহুল কংগ্রেস সভাপতি দাবি মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস নেতার

মুম্বই, ৩০ নভেম্বর : কংগ্রেসকে যথেষ্ট অস্বস্তিতে ফেলে মহারাষ্ট্রে দলের প্রবীণ নেতা শেহজাদ পুনাওয়ালা প্রশ্ন তুললেন আসন্ন কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনের পদ্ধতি নিয়ে।রাহুল গান্ধিকে যে পদ্ধতিতে কংগ্রেস সভাপতি করা হচ্ছে, তাকে রিগিংয়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন পুনাওয়ালা। তাঁর মতে এই নির্বাচন আসলে 'সিলেকশন', 'ইলেকশন' নয়। পুনাওয়ালার মতে, যদি ঠিকপথে নির্বাচন হত, তবে তিনিও লড়াই করতে পারতেন। কারণ কংগ্রেস সভাপতি হওয়ার আগে নির্বাচনী পদ্ধতি মেনে রাহুল গান্ধিকে সহ সভাপতি পদে ইস্তফা দিতে হত।তিনি তা করেননি।রাহুল গান্ধিকে যেভাবে সভাপতি করা হচ্ছে, তাতে পুনাওয়ালার এই নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার কোনও ইচ্ছেই নেই।যদিও এসব কথা বলার জন্য যথেষ্ট সাহস থাকা উচিত বলে মনে করেন তিনি। এ নিয়ে রাহুল গান্ধিকেও একাধিক প্রশ্ন করে একটি চিঠি দিয়েছেন মহারাষ্ট্র কংগ্রেসের এই নেতা। পুনাওয়ালার মতে, যেসব প্রতিনিধিরা কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনে ভোট দেবেন, তাঁরাও কিছু নির্বাচিত সদস্য। রাহুল গান্ধি যদি সঠিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভোট দেওয়ার জন্য বলতেন, তবে তিনিও প্রার্থী হতেন বলে মন্তব্য করেছেন পুনাওয়ালা।এ নিয়ে টেলিভিশনে বিতর্কও চান কংগ্রেসের এই প্রবীণ নেতা।

চণ্ডীগড়ের গণধর্ষিতাকে নিয়ে কিরণ খেরের মন্তব্যে তীব্র বিতর্ক

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর : চণ্ডীগড়ে গণধর্ষিতার উচিত হয়নি অটো রিকশাতে ওঠা। কারণ ওই অটো রিকশাতে আগে থেকেই তিন ব্যক্তি বসেছিল। বলিউডের অভিনেত্রী ও বিজেপি সাংসদ কিরণ খেরের এই মন্তব্যে কার্যত ঝড় বয়ে গেছে। তার তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে সোশ্যাল সাইটগুলিতে।

যদিও মন্তব্য প্রত্যাহারে রাজি নন কিরণ খের। বরং তাঁর এই মন্তব্যের জন্য সোশ্যাল মিডিয়ার প্লাটফর্মে মানুষের ক্ষোভ ঝড়ে পড়ছে জেনেও কিরণ ব্যাখ্যা করে বোঝাতে চেয়েছেন, তিনি ঠিকই বলতে চেয়েছিলেন। এমনকি যারা তাঁর বক্তব্য নিয়ে রাজনীতি করছে, তাদের ধিক্কার দিয়ে বলেছেন, তাঁদেরও বাড়িতে কিশোরী কন্যা রয়েছে। কাজেই এইসব সমালোচকদেরও উচিত, তাঁর সুরেই কথা বলা।

গত ১৭ নভেম্বর চণ্ডীগড়ের কাছে একটি অটো রিকশার মধ্যে ২২ বছরের এক তরুণীকে তিন ব্যক্তি গণধর্ষণ করে। ঘটনাটি ঘটে শহরের সেক্টর-৫৩ এলাকায়। ওই তরুণীটি স্টেনোগ্রাফি শেখার ক্লাস করতে সেক্টর-৩৭-এ গিয়েছিল। ফেরার সময় সে অটোটিতে চাপে। ওই অটোতে আগে থেকেই তিন ব্যক্তি বসেছিল। তারাই মেয়েটিকে গণধর্ষণ করে বলে জানা যায়।

ইতিমধ্যেই মেয়েটিকে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্তদেরও গ্রেফতার করে পুলিশ আদালতে তুললে আদালত তাদের পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়েছে। প্রায় এক সপ্তাহ আগেই ঘটনাটি ঘটে যায়। কিন্তু এতদিন খের এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। বৃহস্পতিবার হঠাৎ তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে মন্তব্য করে বসেন, ''মুম্বইতে আমরা যখন ট্যাক্সি নিই, তখন ট্যাক্সির নম্বরটি কারও কাছ থেকে জেনে নিই। এক্ষেত্রেও মেয়েটির অটোতে ওঠার আগে আরও বেশি সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।' খেরের এই মন্তব্যের পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয়ে যায় বিতর্ক।

সোশ্যাল মিডিয়ার প্লাটফর্মে কার্যত কিরণ খেরকে তীব্র আক্রমণ করে বলা হয়, তাঁর এই কথা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। অটো রিকশাতে চাপার জন্য মেয়েটিকে দোষ দেওয়া মোটেই ঠিক নয়। কারণ সে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার জন্যই ওই অটো রিকশাতে চেপে বসেছিল। কিরণ অবশ্য এরপরও আত্মপক্ষ সমর্থনে নেমে বলেন,'' আমি বলতে চেয়েছি রাতের দিকে একলা অটোতে চাপার আগে তার আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। প্রসঙ্গত, তাঁর মন্তব্য নিয়ে রাজনীতি করার জন্য কিরণ বেজায় ক্ষুব্ধ। সমালোচনা যারা করছেন, তারা ইতিবাচক কথা বলুন। এমন কথা বলবেন না যা মেয়েটির আরও ক্ষতি করে বলেও মন্তব্য করেছেন কিরণ।''

প্রসঙ্গত কিরণের বিভিন্ন মন্তব্য নিয়ে এর আগেও বহু সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু মুখ বন্ধ করেননি বিজেপির এই সাংসদ। তাই সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রশ্ন তোলা হয়েছে, নিজে একজন অভিনেত্রী ও সাংসদ হয়ে কী করে তিনি মেয়েদের সমালোচনা করেন?